ঝিনাইদহে বাল্যবিয়ে বন্ধে ড্রিম জার্নি অনুষ্ঠান

ঝিনাইদহে বাল্যবিয়ে বন্ধে ও কিশোরীদের ক্ষমতায়ন ও নাগরিক সমাজের সদস্যদের সচেতন করতে ড্রিম জার্নি অনুষ্ঠিত হয়েছে।সোমবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে সদর উপজেলার হলিধানী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সার্ভিস এন্ড ভিশন এডিফাই (সেভ)। এমপাওয়ারিং অ্যাডোলেসেন্ট গার্লস অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি মেম্বারস টু এন্ড চাইল্ড ম্যারেজ (গার্লপাওয়ার) এর আওতায় এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিপা রানী সরকার, সিভিল সার্জন ডা: কামরুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার ইসফাকুল কবির সরকার, হলিধানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সেভ’র নির্বাহী পরিচালক আয়শা সিদ্দিকা আশা। অনুষ্ঠানে বাল্যবিয়ের কুফল, কিশোরীদের অধিকার, শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
আয়োজকরা জানান, কিশোরীদের নিজেদের স্বপ্ন পূরণে উৎসাহিত করা এবং বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে পরিবার ও সমাজের মানুষকে সচেতন করাই এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে কিশোরীদের শিক্ষা অব্যাহত রাখা, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হবে বলে আশা করেন তারা।

শৈলকুপা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ৬ পদ শূন্য, জনবল সংকটে সেবা কার্যক্রম ব্যাহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে জনবল সংকট দেখা দিয়েছে। মোট ১১টি পদের বিপরীতে কর্মরত

রয়েছেন মাত্র ৫ জন। এর মধ্যে ৬টি পদই শূন্য রয়েছে। ফলে সীমিত জনবল দিয়ে উপজেলার প্রাণিসম্পদ চিকিৎসা,কৃত্রিম প্রজনন,রোগ প্রতিরোধ ও মাঠপর্যায়ের সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

তথ্য অনুযায়ী,শূন্য পদগুলোর মধ্যে রয়েছে ১জন ভেটেরিনারি সার্জন (ডিভিএস),৪জন উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সম্প্রসারণ) এবং ১জন উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রাণী স্বাস্থ্য)। অর্থাৎ প্রাণিসম্পদ বিভাগের মাঠপর্যায়ের সেবার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত ছয়টি পদে বর্তমানে কোনো জনবল নেই।

শৈলকুপা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের আওতায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকার গবাদিপশু ও পোলট্রি খামারিদের চিকিৎসা,টিকাদান,কৃত্রিম প্রজনন,রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাণিসম্পদ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিশেষ করে গবাদিপশুর রোগব্যাধি দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে হয় দপ্তরের কর্মকর্তাদের। কিন্তু ভেটেরিনারি সার্জনসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদ শূন্য থাকায় নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় চাপ বাড়ছে কর্মকর্তাদের ওপর।

স্থানীয় খামারি খুশি খাতুন বলেন,’গবাদিপশু বা যেকোন প্রাণী অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসা পাওয়া জরুরি। কোনো প্রাণীর রোগ ছড়িয়ে পড়লে সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে খামারিদের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। এ কারণে উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবল থাকা প্রয়োজন।

তিনি বলেন,শুধু দাপ্তরিক কার্যক্রম নয়,প্রাণিসম্পদ খাতের সঙ্গে কৃষক ও খামারিদের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই শৈলকুপা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ভেটেরিনারি সার্জন পদসহ শূন্য থাকা ৬টি পদ দ্রুত পূরণ করা হলে প্রাণিসম্পদ চিকিৎসা ও মাঠপর্যায়ের সেবার মান আরও বাড়বে।’

এ বিষয়ে শৈলকুপা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. রাসেল হোসেন বলেন,’আমাদের দপ্তরে প্রয়োজনের তুলনায় জনবল কম। বিশেষ করে ভেটেরিনারি সার্জন এবং উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কয়েকটি পদ শূন্য থাকায় সীমিত জনবল দিয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তারপরও আমরা উপজেলার খামারি ও সাধারণ মানুষের প্রাণিসম্পদ সেবা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। শূন্য পদগুলো পূরণ হলে সেবার পরিধি আরও বাড়ানো সম্ভব হবে।’

[redacted]

[redacted]

৬৫ বছর বয়সে ১৩৫ টি বিয়ে দিয়েছেন হরিণাকুণ্ডুর আলিয়ার ঘটক

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা আলিয়ার (৬৫)। উপজেলার সকল শ্রেণির মানুষের মুখে মুখে যার নাম আলিয়ার ঘটক।

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে তিনি ঘটকালির পেশায় জড়িত। ভালোবেসে মানুষের হাত জোড়া লাগানোই তার কাজ। তার হাত ধরে শত শত যুবক-যুবতীর নতুন সংসার শুরু হয়েছে। এলাকা থেকে জেলা-উপজেলা ঘুরলে দেখা মেলে তার গড়া অনেক সুখের সংসার।

আলিয়ার ঘটক জানান আমি ৪০ বছর ধরে ঘটকালি করে ১৩৫ টি বিয়ে দিয়েছি। তিনি বলেন যে এলাকায় আমি মেয়ে বা ছেলে দেখতে যায়, সেখানে বিয়ে না দিয়ে মুখে খাবার তুলিনা।

শুধু ঘটকালি নয়, গত ৩৫ বছর ধরে ভবানীপুর পান বাজারে চালাচ্ছেন একটি ছোট হোটেল। টিনের চাল আর পাটকাঠির বেড়ায় ঘেরা সেই ঘরে নিজ হাতেই রান্না করেন তিনি। তার হাতের রান্নার ঘ্রাণে প্রতিদিন শত শত মানুষ ভিড় জমান সেই হোটেলে।

তাকে নিয়ে কারো কারো নেতিবাচক ধারণা থাকলেও, ভালোবাসার মানুষের সংখ্যাই বেশি। কারণ তার আছে এক বিশেষ গুণ। প্রতিদিন তার হোটেলে ফকির-মিসকিন ও অসহায় মানুষের পেটে খাবার জোটে। কেউ খালি হাতে ফেরেনা। অনেকেই মনে করেণ, আলিয়ার শুধু ঘটক নন, তিনি একজন মানবিক হৃদয়ের অধিকারী।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক বাড়িতে

ডাকাতি

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ত্রিবেনী গ্রামে এক কৃষকের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১১ অক্টোবর) রাতে উপজেলার ত্রিবেণী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ওই গ্রামের কৃষক হামিদুল মালিথা জানান, রাত ৩ টার দিকে একদল ডাকাত নিজেদের রাতে বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে।

পরে তাদের বেঁধে নগদ টাকা, রুপার গহনা ও ইজিবাইক নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আশপাশের লোকজন টের পেয়ে তাদের উদ্ধার করে। ডাকাতির পর পার্শ্ববর্তী ইবি থানা পুলিশ ইজিবাইকটি উদ্ধার করলেও কাউকে আটক করতে পারেনি।

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, ত্রিবেনী গ্রামে একটি দস্যুতার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় ইজিবাইকটি উদ্ধার করা হয়েছে। যারা এর সাথে জড়িত তাদের শনাক্ত করে দ্রুতই আইনের আওতায় আনা হবে।

ঝিনাইদহ টিটিসিতে অনিয়মের অভিযোগ

সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কথা। অথচ সেই প্রশিক্ষণকেন্দ্রেই অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও সরকারি অর্থের ব্যবহার নিয়ে একের পর এক গুরুতর অভিযোগ।

কোথাও নিয়মবহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ, কোথাও শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে অর্থ দাবি, আবার কোথাও অনুমোদিত পদে না থেকেও হিসাব শাখা পরিচালনার অভিযোগ।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকল্পের জনবল ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, প্রশিক্ষণের গাড়ি নিয়ে গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াত, কেনাকাটায় অসংগতি, কাঁচামাল কেনার নামে অর্থ ব্যয়ের হিসাব এবং

সরকারি সম্পদ বাসায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ।

এসব অভিযোগ ঝিনাইদহ সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রুস্তম আলীর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীদের দাবি, প্রায় ১১ বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। দীর্ঘ এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক কার্যক্রম, জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণের মান, প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও সরকারি সম্পদের ব্যবহার নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিযোগ, অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা ব্যয়ের হিসাব থাকলেও মাঠপর্যায়ে তার প্রতিফলন নেই। কেউ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসামগ্রী পাননি, কেউ গাড়ি চালানোর পর্যাপ্ত সুযোগ পাননি, আবার কেউ নির্ধারিত ভাতা ও অর্থ ফেরত পাওয়া নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন।

নির্দেশ উপেক্ষা করে স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ: টিটিসি প্রাঙ্গণে নিয়ম না মেনে স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারীদের দাবি, এ নির্মাণকাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকেও জোরপূর্বক অর্থ দাবি করা হয়েছিল। একপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট হেড অফিস থেকে নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হলেও তা উপেক্ষা করে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থাপনা নির্মাণের অনুমোদন, অর্থের উৎস এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ কতটা মানা হয়েছে, তা নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা।

অনুমোদিত পদ নেই, তবু হিসাব শাখার দায়িত্বে হাবিবুর: প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাব বিভাগ। অথচ অভিযোগ রয়েছে, হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে হিসাব শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, যিনি রাজস্ব বা প্রকল্পের অনুমোদিত জনবল কাঠামোর কোনো পদে নেই বলে দাবি অভিযোগকারীদের।

সরকারি কর্মী দিয়ে দোকানের কাজ, প্রশিক্ষণের গাড়ি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার: টিটিসির নিরাপত্তাকর্মী জয় ও মালি আব্দুল হালিমকে তাঁদের নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে দোকান পরিচালনার কাজে ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগকারীদের প্রশ্ন, সরকারি বেতনভুক্ত কর্মীরা যদি ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও পরিচর্যার দায়িত্ব পালন

করছেন কে?

একই সঙ্গে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত গাড়ি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে অধ্যক্ষ রুস্তম আলীর বিরুদ্ধে।

অভিযোগকারীদের দাবি, ওই গাড়িতে করে মাঝে মধ্যে গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গায় যাতায়াত করেন তিনি।

প্রকল্পের জনবল ও অর্থ নিয়ে প্রশ্ন: প্রকল্পের কর্মীদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার এবং তাঁদের দিয়ে কাজ করিয়ে সম্মানীর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে। অভিযোগকারীদের ভাষ্য, অধ্যক্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মীদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

পাশাপাশি প্রকল্পের বিভিন্ন পদে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতদের প্রভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের দাবি, অধ্যক্ষের ভাগ্নে ফয়সাল ও খাইরুল, নিজ এলাকার আব্দুল্লাহ হক এবং তাঁর ভাইয়ের মেয়েকে হাউসকিপিংয়ে রাখা হয়েছে।

ভাউচারে কাঁচামাল কেনা, বাস্তবে কোথায় সেই মালামাল? টিটিসির কেনাকাটার হিসাব নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন অভিযোগকারীরা। তাঁদের দাবি, ভাউচারে কাঁচামাল কেনার কথা দেখিয়ে বিপুল অর্থ ব্যয় দেখানো হলেও বাস্তবে সেই পরিমাণ মালামাল প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায় না। স্টোরকিপার রুহুল আমিনের বিরুদ্ধেও নিয়মিত অফিসে উপস্থিত না থাকার অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের দাবি, তিনি সপ্তাহে এক থেকে দুই দিন অফিস করেন।

এ বিষয়ে রুহুল আমিন বলেন, ‘১০০% অফিস করি, এটা বলছি না। নানাবিধ সমস্যায় মাঝে মাঝে অফিসে আসতে পারি না। বাসায় ছোট বাচ্চা আছে, যশোর থেকে যাওয়া-আসায় সমস্যা হয়। যেদিন যেতে পারি না, সেদিন অধ্যক্ষ রুস্তম আলীকে জানিয়ে দিই। অফিসে না যাওয়ার জন্য খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা না।’

কম্পিউটার ট্রেডে দক্ষ শিক্ষক নেই, পুরোনো যন্ত্রাংশে প্রশিক্ষণ: টিটিসির প্রশিক্ষণের মান নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। অভিযোগকারীদের দাবি, কম্পিউটার ট্রেডে প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষক না থাকলেও কার্যক্রম চালু রয়েছে। এমনকি রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডের শিক্ষক সামছুল আলম

শুধু একটা সার্টিফিকেট দিয়েছে।’

ড্রাইভিং কোর্সে গাড়ি চালানোর সুযোগ না পাওয়ার অভিযোগ: ড্রাইভিং কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদেরও অসন্তোষ রয়েছে। মেহেদী হাসান নামে এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেন, ‘প্রশিক্ষণ চলাকালে গাড়ি চালাতে চাইলে অধ্যক্ষ রুস্তম আলী বিভিন্ন অজুহাত দেখাতেন। কখনো গাড়িতে তেল নেই, কখনো গাড়ি নষ্ট বলে জানানো হতো। বারবার অনুরোধ করেও তাঁরা পর্যাপ্ত সময় গাড়ি চালানোর সুযোগ পাননি।’

মেহেদী হাসানের আরও অভিযোগ, ক্লাসে উপস্থিত থাকার পরও অনেক শিক্ষার্থীকে হাজিরা খাতায় অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে।

২০২১ সালের অর্থ ফেরত ও ভাতা নিয়েও অভিযোগ: ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডের শিক্ষার্থী মো. তামিম আহমেদ অভিযোগ করেন, ‘২০২১ সালে এসএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত অর্থ ফেরত দেওয়া নিয়ে তাঁদের ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অবিচার করা হয়েছে।’ তাঁর দাবি, ওই ব্যাচে শতাধিক শিক্ষার্থী থাকলেও কেউ টাকা ফেরত পাননি। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মাসিক এক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা থাকলেও তা নিয়মিত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। তামিম আহমেদের ভাষ্য, ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাতা পাওয়ার কথা থাকলেও তাঁরা প্রত্যাশিত অর্থ নিয়মিত পাননি।

শিক্ষক-কর্মচারীদের উপস্থিতি ও বদলি নিয়েও অভিযোগ: প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ট্রেডের শিক্ষকরা নিয়মিত নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করেন না এবং যথাযথভাবে ক্লাস নেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্ধারিত সময়ের আগেই অফিস ত্যাগ করেন বলেও অভিযোগকারীরা দাবি করেছেন।

এ ছাড়া অধ্যক্ষের কথা না শুনলে বা তাঁর বিরুদ্ধে কথা বললে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগকারীরা ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডের জাহিদকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে এর উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে এ বিষয়ে জানতে জাহিদকে ফোন করা হলে তিনি পরে ফোন করবেন বলে কল কেটে দেন।

দুদকের মামলা ও বিভাগীয় তদন্তের দাবি: অভিযোগকারীদের দাবি, অধ্যক্ষ রুস্তম আলীর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলা এবং নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা হয়েছিল। সেটিও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা।

অভিযোগের বিষয়ে ঝিনাইদহ টিটিসির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রুস্তম আলী বলেন, ‘অভিযোগ থাকলেই তো সত্যি হয় না। আপনি কাল অফিসে আসেন, বিস্তারিত কথা হবে।’

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেন বলেন, ‘লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঝিনাইদহে বিশ্ব মৃত্যুদণ্ড বিলোপ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

‘মৃত্যুদণ্ড জীবনের অধিকার কেড়ে নেয়’ এই প্রতিপাদ্যে ঝিনাইদহে বিশ্ব মৃত্যুদণ্ড বিলোপ দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

শনিবার (১০ অক্টোবর) সকালে ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই) ও নারীপক্ষের আয়োজনে উইয়ের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে মানবাধিকারকর্মী ও সাবেক অধ্যক্ষ এন এস শাহজালালের সভাপতিত্বে এবং উইয়ের পরিচালক শরিফা খাতুনের পরিচালনায় বক্তব্য দেন অ্যাডভোকেট দবির হোসেন, সাবেক কাউন্সিলর তহুরা বেগম, অ্যাডভোকেট আলাউদ্দীন আজাদ, সাংস্কৃতিক কর্মী নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস, সংবাদকর্মী শাহানুর আলম, আসাদুজ্জামানসহ অন্যরা।

এ সময় বক্তারা বলেন, ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের ১০৮টি দেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বাতিল করা হয়েছে। তবে এখনও ৫৬টি দেশে মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল রয়েছে। এছাড়া ২৮টি দেশে মৃত্যুদণ্ডের আইন থাকলেও তা কার্যকর করা হয় না।

বক্তারা আরও বলেন, মৃত্যুদণ্ড মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। তাই মানবাধিকার সুরক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুদণ্ড বিলোপে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং

মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তাঁরা।

চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও সিন্ডিকেটের রাজনীতি মানুষ মেনে নেবে না

চাঁদাবাজি, দখলবাজি, ক্ষমতার দাপট ও সিন্ডিকেটের রাজনীতি এ দেশের মানুষ মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন। তিনি বলেন, জনগণের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দিন শেষ। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে কোনো অপশক্তিই তাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টায় ঝিনাইদহের আলহেরা স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঝিনাইদহ জেলা শাখার রোকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমির ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মোহাম্মদ আবুবকরের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল টিমের সদস্য আবদুল মতিন। এ সময় জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির আবদুল আলীম, জেলা সেক্রেটারি আবদুল আওয়ালসহ জেলার রোকন সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি মোবারক হোসাইন বলেন, ‘আপনারা ক্ষমতার দাপট দেখাবেন, চাঁদাবাজি করবেন, দখলবাজি করবেন, মানুষের সম্পদ লুট করবেন, মানুষের ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করবেন, আবার সিন্ডিকেটও বজায় রাখবেন—এ দেশের মানুষ এসব অন্যায় মেনে নিতে পারে না। এই জাতি অন্যায় ও অত্যাচারকে কখনোই চলতে দিতে পারে না।’

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা নিয়ে জনগণের অধিকার, ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ক্ষমতার অপব্যবহার, দখলবাজি ও অন্যায়-অত্যাচারের পথে কেউ হাঁটলে

তাকে জনগণের প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে। জামায়াতে ইসলামী দেশের কল্যাণে কাজ করতে চায়। তবে জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।

সম্মেলনে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জুলাই গণহত্যার বিচার এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের দাবি জানানো হয়।

মোবারক হোসাইন বলেন, গণভোটে জনগণের দেওয়া রায়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। জুলাই গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের রাজনৈতিক পরিচয় বা পদমর্যাদা বিবেচনা না করে আইনের আওতায় এনে নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, হত্যা, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে অপরাধ দমন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আগামী ৩১ অক্টোবরের লংমার্চ কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, জনগণের অধিকার ও গণতান্ত্রিক দাবি প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে। একই সঙ্গে নাগরিক অধিকার, ন্যায়বিচার ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছাত্র, নারী ও সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষায় হরিণাকুণ্ডুর তিনটি কবরস্থানে বৃক্ষরোপণ

‘পবিত্র প্রাঙ্গণ হোক সবুজ-সুশোভিত, প্রকৃতি হোক নির্মল’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সুরক্ষায় ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের হিঙ্গারপাড়া গ্রামের তিনটি কবরস্থানে ২৩০টি ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

শুক্রবার (৯ অক্টোবর) জুমার নামাজ শেষে হিঙ্গারপাড়া কেন্দ্রীয় পুরাতন জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি বয়ড়া গাছের চারা রোপণের মধ্য দিয়ে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া।

হিঙ্গারপাড়া গ্রামের শান্তি নিকেতন পাবলিক কবরস্থান, জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান এবং মালিতাপাড়া কবরস্থান প্রাঙ্গণে এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত সামাজিক সংগঠন হিউম্যানিটারিয়ান ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এবং মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া কল্যাণ ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে কবরস্থান গুলোর পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, সবুজায়ন এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র সংরক্ষণে ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা করছেন আয়োজকেরা।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির প্রধান পৃষ্ঠপোষক মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া বলেন, “জলবায়ু পরিবর্তনের এই সময়ে পরিবেশ রক্ষা ও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। কবরস্থানের মতো পবিত্র স্থানগুলো সবুজে সাজিয়ে তোলার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারি। এসব গাছ ভবিষ্যতে পাখিসহ বিভিন্ন প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবেও ভূমিকা রাখবে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু গাছ লাগানো নয়, বরং নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে চারাগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে বড় করে তোলা।”

এসময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সমাজসেবক, কবরস্থানগুলোর পরিচালনা কমিটি, মসজিদ কমিটির সভাপতি ও মসজিদের মুসল্লিরা উপস্থিত থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে অংশ নেন।

ঝিনাইদহে ডাকটিকিট, মুদ্রা ও

এন্টিক সামগ্রীর প্রদর্শনী

শিক্ষার্থীদের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ঝিনাইদহে আয়োজন করা হয়েছে ডাকটিকিট, মুদ্রা ও এন্টিক সামগ্রীর প্রদর্শনী।

বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ ল্যাবরেটরি স্কুলে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

প্রদর্শনীতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সময়ের ডাকটিকিট, পুরোনো মুদ্রা, নোটসহ নানা ধরনের দুর্লভ ও ঐতিহাসিক সামগ্রী স্থান পায়। এসব সংগ্রহ দেখতে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিহাস জানার আগ্রহ বাড়ানো এবং তাদের অতীতের দেশীয় ও বিদেশি মুদ্রা, ডাকটিকিটসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামগ্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই এ আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা।

অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ কাঞ্চননগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ বি সি বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের পরিচালক ইসাহাক আলী, প্রধান শিক্ষক লিজা ফেরদৌস, মনিংবেল চিল্ড্রেন একাডেমীর পরিচালক শাহিনুর আলম লিটনসহসহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।